২.৪ সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব

কলকাতার প্রথম মুদ্রাকর এবং ভারতের প্রথম সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় কাগজ বের করে ছিলেন " তার মন এবং আত্মার স্বাধীনতার জন্য।" এই কাগজটি ছিল রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন " "সমস্ত দলের জন্য খোলা এর পাতা কিন্তু প্রভাবিত নয় কারও দ্বারা"। প্রথম থেকেই বেঙ্গল গেজেট সরকারি প্রশাসনিকদের

Scanned with CamScanner

সমালোচনায় মুখর ছিল। সুতারাং সংবাদপত্র ভারতে তার জন্মলগ্ন থেকে সমালোচক এবং জনমত তৈরির ভুমিকা পালন করে এসেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রচার শুরু হয়। এতদিন পর্যন্ত বিরোধ ছিল ইংরেজদের নানা স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে। সম্পাদকদের মধ্যেও দুটি দল ছিল, একদলে ছিল গোড়া সাম্রাজ্যবাদীরা, কোম্পানীর অনুগৃহীতের দল—সরকারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকের। অন্যদলে ছিল উদারপন্থী হুইগ whig, র‍্যাডিক্যালরা। তাদের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল বাধা বন্ধনহীন স্বাধীন বাণিজ্য। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের বিরোধী ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল তাদের লড়াইয়ের জন্য জরুরী। ১৮১৩ খ্রিঃ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের অবসান ঘটলেও তাদের আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। Colonization ইত্যাদি প্রশ্ন তখনও তাদের সামনে। ক্রমশঃ এদের নেতৃত্বে রামমোহন, দ্বারকানাথও এদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে কলকাতার বাঙালী সমাজে তখন নানা বিপরীত চিন্তাধারার শুরু হয়েছিল। ধর্ম আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন ও অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। নিজেদের মতামত সমগ্র দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য কাগজের প্রয়োজন ছিল। নতুন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পটভুমিতে কাগজের প্রয়োজন ছিল। বস্তুত উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন। আলোড়ন কাগজের মাধ্যমে যতটা মানুষের কাছে পৌঁছেছিল ততটা আর কোন ভাবে নয়। উনবিংশ শতকে মহিলা প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রধান প্রকাশ মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। বিধবা বিবাহ ও বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নে কলকাতার একাধিক সংবাদপত্রে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।১৮৩৮ খ্রিঃ ২৫ নভেম্বর The Reformer পত্রিকায় বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমান করে প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। ১৮৪২ খ্রিঃ জুলাই মাসে বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকায় বিধবা বিবাহ সমর্থন করে The Marriage of Hindu Widows" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোমপ্রকাশ তীব্র ভাষায় বহু সমালোচনা করেছে। মুম্বাইয়ের পার্সী সমাজ সংস্কারক বেহরামজী মালাবারী ১৮৮৫ খ্রিঃ যখন বাল্যবিবাহ ও বাল্যবৈধব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন তখন সোমপ্রকাশ লেখে " "মালাবারির মত সুবিজ্ঞ এবং পদস্থ কোন হিন্দু সন্তান উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ের সংস্কার সাধনে যত্নবান হইলে অতি সহজেই যে এই ভীষণ কুপ্রথা সমাজ থেকে দূরীভুত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই"।

দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা বাল্যবিবাহ প্রয়াসের বিরোধিতা করেছিল। ১৮৯১ খ্রিঃ Age of consent Bill এর মাধ্যমে মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে যখন ১২ বছর করা হয় তখন ব্রাহ্মরা ও তাদের মুখপত্র Indian Mirror পত্রিকা এই বিলের সমর্থনে শিক্ষিত মানুষকে আনতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে Hindu Patriot পত্রিকা লিখেছিল আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহ প্রয়োজনীয়। এই প্রথা উচ্ছেদ করা হলে আমাদের যৌথ পরিবার ও জাতপাত প্রথা ধ্বংস হবে। ১৮৯১ এর age of consent Bill বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি লড়েছিল বঙ্গবাসী।

বহু বিবাহ এবং কৌলিন্য প্রথা নিয়ে এই সময়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম সমালোচনা এসেছিল ডিরোজিওর শিষ্য নব্যবঙ্গদের কাছ থেকে এবং ১৮৩৬ খ্রিঃ জ্ঞানান্বেষন পত্রিকায় এ বিষয়ে তারা প্রবন্ধ প্রকাশ করে। বহু বিবাহের বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর এই প্রথা রোধ করার ব্যাপারে একটি আইন চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় "বহুবিবাহ'প্রবন্ধে লিখেছিলেন"বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে। অল্প দিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। তজন্য বিশেষ আড়ম্বর বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা লুপ্ত হইবে। একথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়। তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্খা করা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় বহূ বিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই"। সুতরাং বহু বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা যে বহুবিবাহ শাস্ত্র সম্মত নয় এবং এই প্রথা আইন করে বন্ধ করা উচিত—তার থেকে উনিশ শতকের জাগরনের আর এক পুরোধা বঙ্কিমের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, যদিও দুজনেই বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন।

উনবিংশ শতকে প্রেসিডেন্সির রাজধানীগুলিতে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে তাদের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়

Scanned with CamScanner

আধুনিক রাজনীতি। রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রসারিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল সংবাদ পত্র। ১৮৭০ এর দশকে দেশীয় সংবাদপত্র গুলির মাধ্যমে ভারতীয় রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তা প্রচার হত। সাধারণত উদারপন্থী জ্ঞানদীপ্তির দর্শনে প্রভাবিত মনোভাব ছিল এই সংবাদপত্র গুলির। বৃটিশ এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র Hindoo Patriot এর মাধ্যমে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্র বৃটিশ সরকার ও বিদ্রোহী উভয়পক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন। হরিশচন্দ্র লেখেন "The time has come when all Indian questions must be solved by Indians. The mutinies have made patent to the English public what must be the effects of politics in which the native is allowed no voice." কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে সমকালীন পত্র পত্রিকা গুলিতে আলোচনা থাকত। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং কৃষকদের দারিদ্র্য নিয়ে লেখা হত সংবাদ প্রভাকর, Hindoo Patriot ইত্যাদি সাময়িক পত্রগুলিতে। নীলচাষ হত যে সমস্ত জেলাগুলিতে, সেখানে জমিদার এবং শ্বেতাঙ্গ প্লানটারদের মধ্যে সংঘর্ষ হতে থাকে ১৮৬০-এর বিদ্রোহের বহু আগে থেকেই। ১৮৫০এ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একজন প্লানটারের ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনী এবং কৃষ্ণনগরের একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষের বিবৃতি দেয়। ১৮৫৩ এবং ৫৪তে সংবাদ প্রভাকর জমিদার এবং প্লানটারদের মধ্যেকার বিবাদ এবং সংঘর্ষ নিয়ে দুটি Article লেখে।Hindoo Patriot কৃষকদের সমর্থনে জমিদারেরা যে প্লানটারদের বিরোধিতা করছে তা নিয়ে আলোচনা করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে সোমপ্রকাশ উদ্বেগ প্রকাশ করে।

জাতীয়তাবাদী চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভুমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ. আর. দেশাইয়ের মতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রাজনৈতিক দিক থেকে সম্ভব হয়েছিল কারণ সংবাদপত্রর রাজনৈতিক শিক্ষা দান এবং রাজনৈতিক সম্প্রচার করেছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রতিনিধিমূলক সরকার, স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, হোমরুল, স্বায়ত্বশাসন, স্বরাজ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে পেরেছিল।

বৃটিশ শাসনের সমালোচনা এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিকগুলি সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করতে পেরেছিল। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠন করার জন্যে এবং মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যেও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির ভুমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের মধ্যে চিন্তা এবং মতের আদান প্রাদানের জন্যও সংবাদপত্রের প্রয়োজন সর্বস্বীকার্য।বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক এবং বৌদ্ধিক চিন্তার বিনিময় হয়েছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে যার ফলে জনমত গড়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী সভা সমাবেশ ছাড়াও যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সংগঠন করাও সম্ভব হত সংবাদপত্রের মাধ্যমে। A.R.Desai মনে করেন" This led to the building of an encreasingly rich, complex social and cultural national exiestence "(Social Background of Indian Nationalism A.R.Desai).

সংবাদপত্রের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চায় বিকাশ লাভ করে। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয় কবিওয়ালা, পাঁচালীকারদের জীবনী ও কবিত্ব ব্যাখ্যান। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ "বোধেন্দু বিকাশ" সংবাদ প্রভাকরে ধারাবাহিক ভাবে বার হয়।পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যযশঃ প্রার্থীদের যে আড্ডার কথা আমরা পরের যুগে শুনি তার বৈঠক বোধ করি প্রভাকরেই এই প্রথম বসেছিল বলে মনে করেন দেবীপদ ভট্টাচার্য (বাংলা সাময়িক পত্র - দেবীপদ ভট্টাচার্য)

সংবাদপত্রের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক খবরও ভারতীয়দের কাছে পৌছাত। বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল।

Scanned with CamScanner